"ছেলে হোক, মেয়ে হোক,
দু'টি সন্তানই যথেষ্ট।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
প্রশাসন ইউনিট (মনিটরিং)
৬, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
www.dgfp.gov.bd

স্মারক নং: ৫৯.১১.০০০০.১৫৭.১৬.১০৮.২৩.১২৫১.

তারিখ: ০৫.০৪.২০২৩।

বিষয়: পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবা বক্সে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ সংক্রান্ত।

সূত্র: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের নির্দেশনা।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবা বক্সের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা অংশে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন আপলোড করার নিমিত্ত সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে।

সংযুক্তি: ১৮ (আঠার) পাতা।

(খান মোঃ রেজাউল করিম)
অতিরিক্ত সচিব ও
পরিচালক (প্রশাসন)
ফোন: ৫৫০১২৩৪২
ই-মেইল: diradmin@dgfp.gov.bd

প্রোগ্রাম ম্যানেজার,
এমআইএস ইউনিট
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।

অনুলিপি:
০১। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২১-২০২২)

রূপকল্প (Vision):

জনসংখ্যার পরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন: সুস্থ্য, সুখী ও উন্নত বাংলাদেশ।

অভিলক্ষ্য (Mission):

মানসম্মত পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচার কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে পরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন করা।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন রাজস্ব খাতের অনুমোদিত, কর্মরত ও শূন্য জনবল এর তথ্য:

ক্রম.	শ্রেণী	গ্রেড	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্যপদ
১	১ম	গ্রেড ১ থেকে ৯	২৩৮২	১০৭৪	১৩০৮
২	২য়	১০ তম গ্রেড	১১৬৮	১৬৪	১০০৪
৩	৩য়	গ্রেড ১১ থেকে ১৬	১৮০৩২	১৩০১১	৫০২১
৪	৪র্থ	গ্রেড ১৭ থেকে ২০	৩২৬৩২	২২৭০৯	৯৯২৩
		সর্বমোট	৫৪২১৪	৩৬৯৫৮	১৭২৫৬

সেবা প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্র:

- ১৭৩ শয্যা বিশিষ্ট মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, আজিমপুর, ঢাকা;
- ১০০ শয্যা বিশিষ্ট মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা;
- ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, লালকুঠি, মিরপুর, ঢাকা;
- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ২৩২টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র;
- ৩৩৬৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC);
- পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ মাঠপর্যায়ে বাড়ি পরিদর্শন, উঠান বৈঠক আয়োজন ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাদের দোরগোঁড়ায় মানসম্মত তথ্য সেবা, পরামর্শ ও জন্মনিরোধক সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করছেন। এছাড়াও পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ প্রতি সপ্তাহে তিন দিন নিজ কর্ম এলাকায় বাড়ী পরিদর্শনের মাধ্যমে এবং ০২দিন কমিউনিটি ক্লিনিকে পরিবার পরিকল্পনা সেবা, তথ্য প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।
- দুর্গম এলাকা, সাবেক ছিটমহল, কম অগ্রগতি সম্পন্ন এলাকা এবং জনবল সংকট রয়েছে এমন এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় 'কাজ নাই ভাতা নাই' হিসেবে অস্থায়ী ভিত্তিতে ২০১৪

স্থল হতে পেইড ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করা হচ্ছে। এই পর্যন্ত ৫৮৪৬ জনকে পেইড ভলেন্টিয়ার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি:

১. ৫৯২টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পুন:নির্মাণ প্রকল্প-

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ৫৯২টি জরাজীর্ণ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) পুনঃনির্মাণের নিমিত্ত Feasibility Study কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

২. জেলা শহরে বিদ্যমান মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রকে ৩০ শয্যাবিশিষ্ট (৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ যোগ্য) মা ও শিশু হাসপাতাল-এ রূপান্তর প্রকল্প-

জেলা শহরে বিদ্যমান মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রকে ৩০ শয্যাবিশিষ্ট (৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ যোগ্য) মা ও শিশু হাসপাতাল-এ রূপান্তর প্রকল্প এর Feasibility Study কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

৩. এমসিএইচটিআই, আজিমপুরে ১৫ তলাবিশিষ্ট আবাসিক ভবন, হোস্টেল ও ডরমিটরি নির্মাণ প্রকল্প-

একনেকে চূড়ান্ত অনুমোদন হয়েছে। শীঘ্রই টেন্ডার কার্যক্রম শুরু করা হবে।

সেবার তথ্য ও প্রদত্ত সেবার তুলনামূলক চিত্র:

বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতায় সক্ষম দম্পতি প্রায় ২,৭৭,২৭,৯৮০ এবং পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার ৭৮.২৯%। ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর হতে প্রদত্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সেবা প্রদানের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ :

পদ্ধতির নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)
খাবার বড়ি	১,০৫,৬৪,১১৩
কনডম	২০,৭৫,৮৩৬
ইনজেকটেবল	৪২,০২,৭২৪
আইইউডি	৭,১৯,৮৫৯
ইমপ্ল্যান্ট	২,৪১,১৬৩
পুরুষ (স্থায়ী)	৭,২১,৪২৪
মহিলা (স্থায়ী)	১৪,৩৭,৮১৫

মেথডমিক্স (Method mix):

পরিবার পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন মেয়াদী মোট ৭টি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিদ্যমান। এসকল জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির গ্রহণকারীর সংখ্যা একইরূপ নয়। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের এমআইএস এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীদের মধ্যে খাবার বড়ি গ্রহণকারীর সংখ্যা সর্বোচ্চ (৪৮.৬%) এবং আইইউডি গ্রহণকারীর সংখ্যা সর্বনিম্ন (৩.৩%)। অস্থায়ী পদ্ধতি খাবার বড়ি, কনডম ও ইনজেকশন গ্রহণকারীর হার মোট গ্রহণকারীর ৭৭.৫ শতাংশ। অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার মোট গ্রহণকারীর ৯.৯ শতাংশ এবং স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার মোট গ্রহণকারীর ১২.৭ শতাংশ। ২০২১-২২

অর্থবছরে অস্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যার ভিত্তিতে মেথডমিক্স (**Method mix**) এর চিত্র নিম্নরূপ:

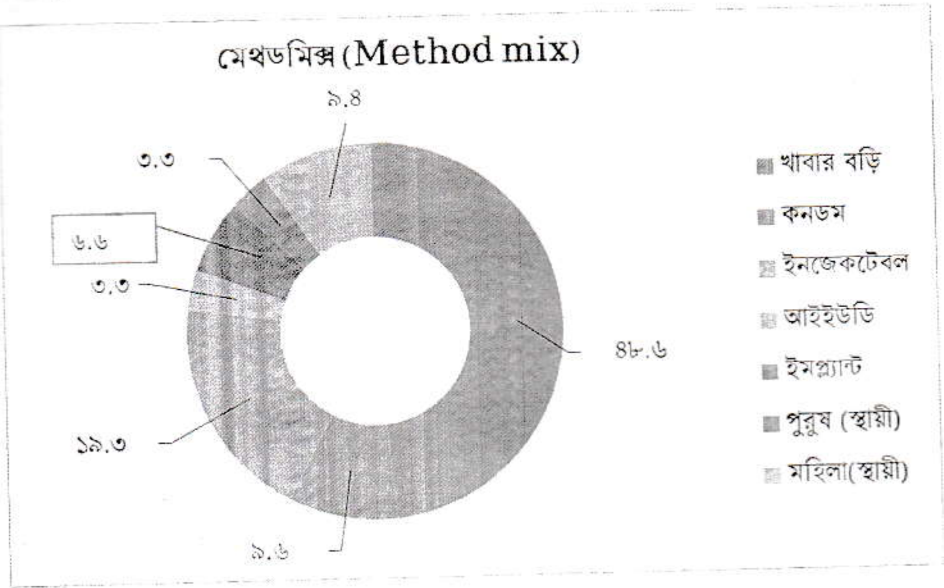

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির সেবা প্রদানের সংখ্যা:

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর অস্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদী এবং স্থায়ী মোট ৭ ধরণের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সেবা প্রদান করে থাকে। অস্থায়ী পদ্ধতিগুলো হলো- খাবার বড়ি, কনডম ও ইনজেকশন। দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি হলো আইইউডি ও ইমপ্ল্যান্ট । এনএসভি পুরুষের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি এবং টিউবেকটমী মহিলাদের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি। এ সকল পদ্ধতির বিগত পাঁচ বছরে সেবা গ্রহণকারী সক্ষম দম্পতির সংখ্যা এবং তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

পদ্ধতির নাম	জুন ২০১৮	জুন ২০১৯	জুন ২০২০	জুন ২০২১	জুন ২০২২
খাবার বড়ি	১০৪৩৮২৭৯	১০৪১০২২১	১০৪৭২৪৭৩	১০৫৫৩০৯৬	১০৫৪৫৬৮৬
কনডম	১৯১৩২৭৯	২০০৫৪০৫	২০৩৫৯৮৬	২০৫৫৫৮৬	২০৭৮৯৭৯
ইনজেকটেবল	৪২৮০৯৬৪	৪১৮৮০৬৭	৪১৯৭১৯৪	৪২২২৪৮৮	৪১৮৫৬৪৫
আইইউডি	৭৮০২৮৩	৭২৩৭০৭	৭৩৩২৫৩	৭৩২৭০৬	৭০৮৫৯৬
ইমপ্ল্যান্ট	১২৬৩১৪৯	১২৫০২২৪	১৩৪৭৫৫৪	১৩৯৭৯৪৪	১৪২৪৯৮৩
পুরুষ (স্থায়ী)	৮০৩৬০৬	৭৪৬১২২	৭৪৫২১৯	৭৪১৬০২	৭১৪৬৬০
মহিলা(স্থায়ী)	২১০৮৭৫৬	২০১৭৩১৮	২০৫৭১২২	২০৮৫০৫৯	২০৫০৬২৩

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির সেবা প্রদানের তুলনামূলক চিত্র

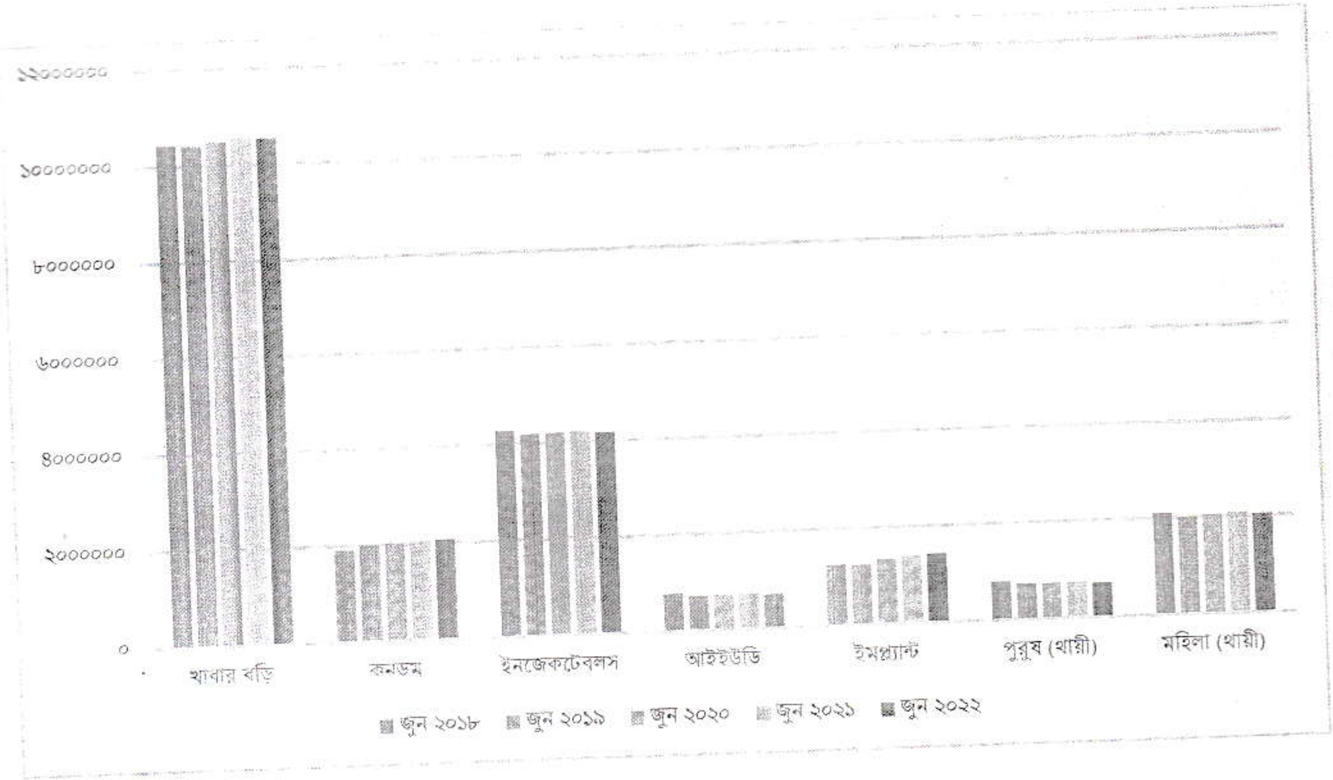

প্রসবপূর্ব সেবা:

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর দেশব্যাপী বিস্তৃত সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মা-শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকে। বিশেষত: নিরাপদ প্রসব নিশ্চিতকরণে গর্ভবতী মা'দের গর্ভকালীন সময়ে মোট ৪বার প্রসবপূর্ব সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। বিগত পাঁচ বছরে প্রদত্ত প্রসবপূর্ব সেবার সংখ্যা ও চিত্র নিম্নরূপ:

সেবার নাম	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯- ২০২০	২০২০- ২০২১	২০২১-২০২২
প্রসব পূর্ব সেবা ১	১৯০৩২৬১	২০৯২০৬৬	১৯৩৪০০৭	১৯১২২০৬	১৮৯২১২৯
প্রসব পূর্ব সেবা ২	১৭৩০৭০৬	১৮৩৯৩১৪	১৪৭৪২৮২	১৩৯৩৩১২	১৩৯৩৭৫২
প্রসব পূর্ব সেবা ৩	১৫৩৫৬০৬	১৫৬৩৭২৩	১২২৭৩৯৭	১১২২৭৪০	১১০৪১৯১
প্রসব পূর্ব সেবা ৪	১৩৪৯৪৮০	২২৫২০৫২	১০৬৬২৬৩	৯৫৭৬৭৯	৯৫৭৬৩৩

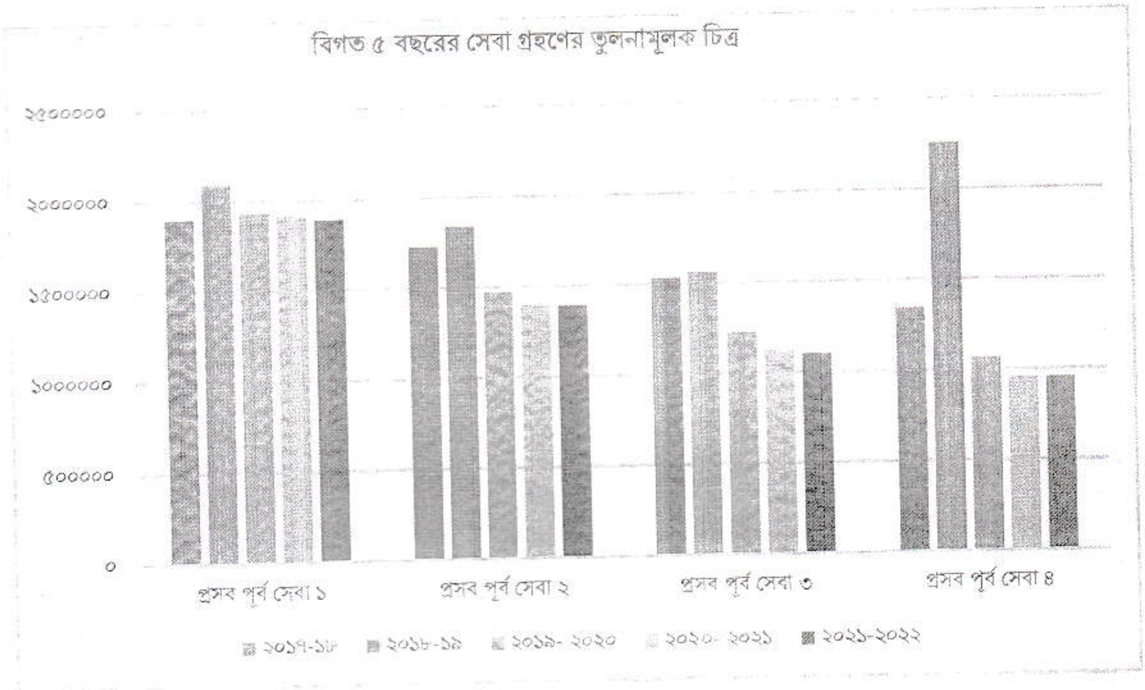

প্রসব পরবর্তী সেবা:

৬-৮ সপ্তাহ সময়ের মধ্যে মায়ের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নবজাতকের যত্ন নিশ্চিত করার জন্য প্রসব পরবর্তী সেবা প্রদান করা হয়। সচেতনতার অভাবে বাংলাদেশে প্রসব পরবর্তী সেবা গ্রহণের হার কম। তবে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করা হচ্ছে। নিম্নে বিগত ০৫ বছরের প্রসব পরবর্তী সেবার চিত্র তুলে ধরা হলো:

সেবার নাম	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২
প্রসব পরবর্তী সেবা ১	৫৮৬৬১৪	৫৬৮২০৮	৫০৩৬০৭	৪৫৭২৬৪	৪৭৪২৮০
প্রসব পরবর্তী সেবা ২	৫২৮০০৯	৪৯৪২৫৭	৪৪১১৩১	৪০৫৪৮৩	৪২৯২০৩
প্রসব পরবর্তী সেবা ৩	৬৩১২৫১	৫৬৬৮৩২	৪৭৯১৪৪	৪৪১৩৯৪	৪৫২৪১৯
প্রসব পরবর্তী সেবা ৪	৮৩০১২২	৭২৮০৬৭	৫৭০৬৩৭	৪৮৮৩০১	৫৪৫০৯৫

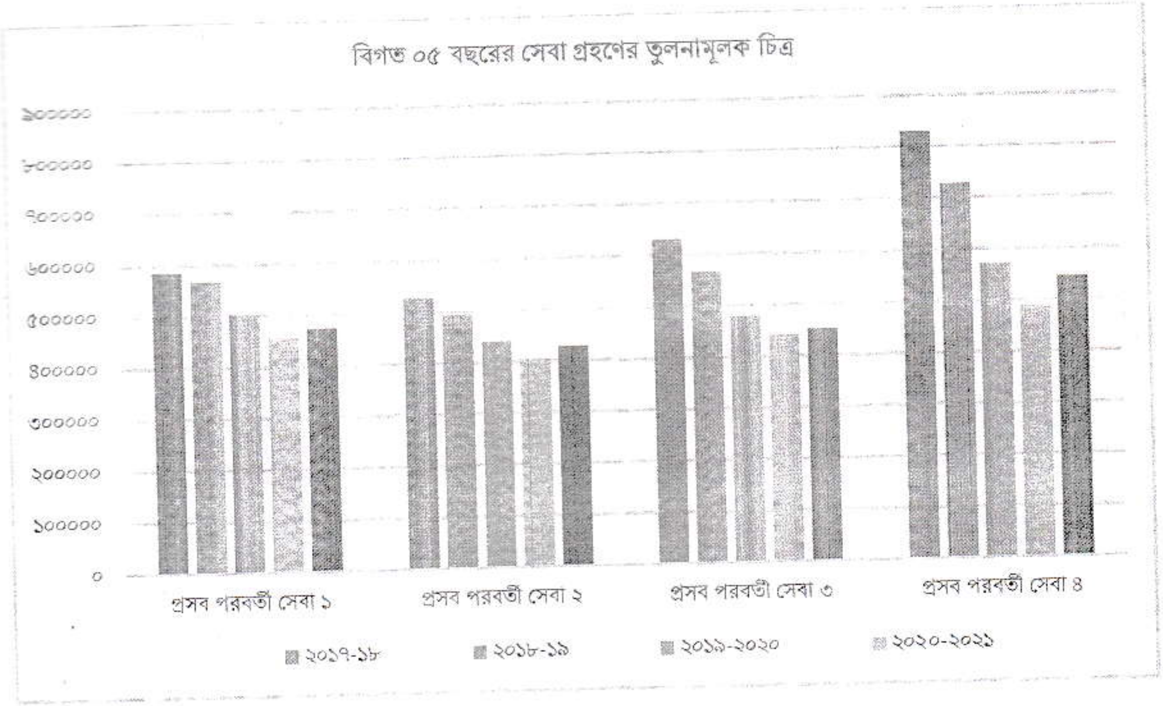

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার 'দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা প্রাপ্তি উন্নত করা' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে:

<u>মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়নে কার্যক্রম:</u>

- জাতীয় পর্যায়ে ০৩টি সেবা কেন্দ্রসহ (এমসিএইচটিআই, আজিমপুর, এমসিএইচটিআই, লালকুঠি, মিরপুর, ঢাকা এবং এমএফএসটিসি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা) ৭২টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC) হতে সিজারিয়ান অপারেশনসহ জরুরী প্রসূতি সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ৩৩৬৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র হতে পরিবার পরিকল্পনা, মা, শিশু, প্রজনন এবং বয়োঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- ২১৮৯টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র হতে স্বাভাবিক প্রসব সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- ইউনিয়ন পর্যায়ে নবনির্মিত ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে জনবল, আসবাবপত্র ও ঔষধপত্রের মাধ্যমে সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;
- মাতৃ স্বাস্থ্য সেবায় জরুরী প্রসূতি সেবা নিশ্চিতকরণে ফ্রি এ্যাম্বুলেন্স সেবা চালু করা হয়েছে এবং ৫৯ টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে এ্যাম্বুলেন্স সেবা চালু রয়েছে;
- সারাদেশে মাতৃমৃত্যুর অন্যতম কারণ হিসাবে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ (৩১ %) ও একলাম্পসিয়া (২৪%) চিহ্নিত করা হয়েছে (বিএমএসএস-২০১৬) । এর মধ্যে প্রসব প্রতিরোধে সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ট্যাবলেট মিসোপ্রোস্টল প্রদান করা হচ্ছে;

- একলাম্পশিয়াজনিত মাতৃমৃত্যুরোধে ইনজেকশন ম্যাগনেসিয়াম সালফেট লোডিং-ডোজ প্রদান পূর্বক রেফারেল কার্য়ক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে এম্বুলেন্স বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রতিকী চাবি হস্তান্তর করছেন জনাব জাহিদ মালেক এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

<u>শিশু স্বাস্থ্য (০-৫ বছর) উন্নয়নে কার্যক্রম:</u>

- নবজাতকের স্বাস্থ্য সুনিশ্চিতকরণে সকল সেবা কেন্দ্রে নবজাতকের সমন্বিত অত্যাবশ্যকীয় সেবা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- অপরিণত ও কম ওজনের নবজাতকের জীবন রক্ষায় ২২ টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং ০২ টি বিশেষায়িত হাসপাতালে ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার (কেএমসি) সেবা চালু করা হয়েছে;
- জাতীয় পর্যায়ে ০৩টি প্রতিষ্ঠানে (এমসিএইচটিআই, আজিমপুর, ঢাকা; এমএফএসটিসি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ও এমসিএইচটিআই, লালকুঠি, মিরপুর) নবজাতকের নিবিড় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্ক্যানু (SCANU) স্থাপন করে সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- নবজাতকের কাঁটা নাভিতে সংক্রমণ প্রতিরোধে ৭.১% ক্লোরোহেক্সিডিন ক্রয় ও বিতরণ করা হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের ক্ষেত্রে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১৯০৯৮৩ নবজাতকের কাঁটা নাভিতে সংক্রমণ প্রতিরোধে ৭.১% ক্লোরহেক্সিডিন প্রদান করা হয়েছে।

<u>কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে কার্যক্রম:</u>

- কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১০০টি সহ এ পর্যন্ত মোট ১২০৩টি সেবা কেন্দ্রে কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্য সেবা চালু করা হয়েছে;

- কিশোর-কিশোরীদের গুণগত মাসিক ব্যবস্থাপনার জন্য ১৫,০৮,৮৩৬ জন কিশোরীকে মানসম্মত স্যানিটারী ন্যাপকিন প্রদান করা হয়েছে;
- রক্তস্বল্পতা রোধে ১৪,৯৫,৪৬৩ জন কিশোরীকে আয়রন-ফলিক এসিড প্রদান করা হয়েছে;
- ১১,৮০,৯৪৮ জন কিশোর-কিশোরীকে আরটিআই/এসটিআই ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেবা প্রদান করা হয়েছে।

কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক মাল্টিসেক্টোরাল অবহিতকরণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।

পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম:

সমাজের সকল স্তরের জনগণের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যেমন: টেলিভিশন ও বেতার চ্যানেল, সংবাদপত্র ও সোশ্যাল মিডিয়ায় বহুমাত্রিক তথ্য শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপন;
- পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদযাপন;
- অডিও-ভিজুয়াল ভ্যান দ্বারা পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য, বয়োসন্ধিকালীন, কোভিড-১৯ বিষয়ক ৭৮৫৫টি প্রচারনামূলক কার্যক্রম;
- বাংলাদেশে বেতারের জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল থেকে ৪০৯৬টি অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার;

- বাংলাদেশে টেলিভিশন এর জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল থেকে ২৭১টি অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার;
- পরিবার পরিকল্পনা ও মা-শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে ৩৩৩টি বিজ্ঞাপন বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন ধরণের আইইসি উপকরণ (লিফলেট, বুকলেট, পকেট বুক, ব্রোশিউর ইত্যাদি) সরবারহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- দেশব্যাপী বিভিন্ন সেবা কেন্দ্রে বিতরণের জন্য পরিবার পরিকল্পনা ও মা-শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক এবং কিশোর-কিশোরী কর্ণারে বিভিন্ন আইইসি উপকরণ (লিফলেট, ব্রোশিউর, পকেট বুক, ইনফো কিট, ইত্যাদি) প্রিন্টিং ও সরবরাহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- বিভিন্ন উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শহরে ১২১টি নতুন বিল বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে;
- দেশের সকল পর্যায়ের জনগণকে মা-শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে তথ্য ও সেবা প্রদানের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কল সেন্টার ১৬৭৬৭ নম্বর হতে ২৪ ঘন্টা/৭দিন ব্যাপী সেবা ও তথ্য প্রদান করা হচ্ছে।

ঐতিহাসিক ০৭ই মার্চ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রতিযোগীতায় বিজয়ীর হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ কর্মীদের সাথে সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যান বিভাগ, মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

ক্রয় কার্যক্রম:

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবার জন্য প্রয়োজনীয় জন্মনিয়ন্ত্রণসামগ্রী, ঔষধ ও এমএসআর ক্রয় করা হয়। ২০২১-২২অর্থবছরে এ সকল সামগ্রী মোট ৬৯টি প্যাকেজের আওতায় ক্রয়/সংগ্রহ করা হচ্ছে। জিওবি রাজস্ব, জিওবি উন্নয়ন এবং আরপিএ খাতে মোট ৪১৮ কোটি ৭৮ লক্ষ ৯৮ হাজার ২০১ টাকা ব্যয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ঔষধ ও 'এমএসআর' ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সকল সামগ্রী অধিদপ্তরাধীন ০১টি কেন্দ্রীয় পণ্যাগারসহ ২১টি আঞ্চলিক পণ্যাগারে মজুদ এবং মাঠপর্যায়ে বিতরণ করা হয়। চলতি অর্থবছরে এ পর্যন্ত কোন পণ্যের মজুদ শূন্যতা হয়নি।

জাতীয় পর্যায়ে ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর মজুদ পরিস্থিতি:

Supply Chain Management Portal হতে ৩০ জুন, ২০২২ এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর কোন মজুদ ঘাটতি নেই। মাঠপর্যায়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সরবরাহ ও বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

(https://scmpbd.org/index.php/lmis-dashboard হতে প্রাপ্ত চিত্র)

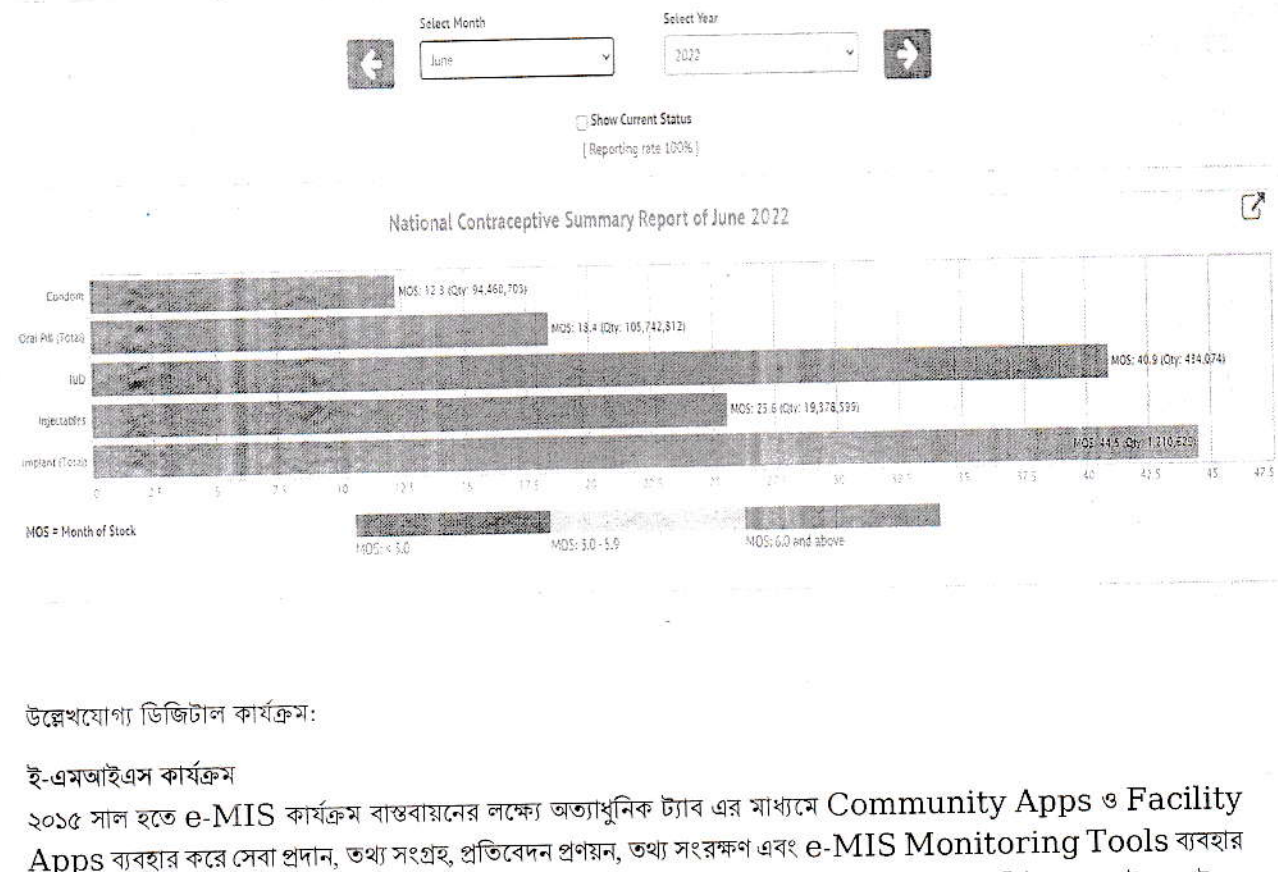

উল্লেখযোগ্য ডিজিটাল কার্যক্রম:

ই-এমআইএস কার্যক্রম

২০১৫ সাল হতে e-MIS কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অত্যাধুনিক ট্যাব এর মাধ্যমে Community Apps ও Facility Apps ব্যবহার করে সেবা প্রদান, তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন প্রণয়ন, তথ্য সংরক্ষণ এবং e-MIS Monitoring Tools ব্যবহার করে পুরো কার্যক্রমের মনিটরিং ও সুপারভিশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে ৪০টি জেলায় ৩০৫টি উপজেলায় ইএমআইএস কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে ৪ কোটি ০৫ লক্ষ মানুষের আর্থ সামাজিক তথ্যাদি, ৮৮ লক্ষ খানা ও ৮০ লক্ষ সক্ষম দম্পতি এবং ১৫ লক্ষ গর্ভবতীর সকল জনমিতিক তথ্য এবং ২৫০৮টি সেবা কেন্দ্র হতে সেবা প্রদানের তথ্য নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১৪টি জেলাকে পেপারলেস করা হয়েছে।

FP-DHIS2 (Family Planning District Health Information System Version 2)

এফপি-ডিএইচআইএস-২: ইএমআইএস কর্মসুচির পাশাপাশি তথ্য সংগ্রহ, রিপোর্ট প্রস্তুত এবং উপস্থাপনের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমআইএস ইউনিট FP-DHIS 2 (District Health Information System Version 2) নামে একটি সফট্ওয়ার ব্যবহার শুরু করা হয়েছে যা ইতোমধ্যে ৬৪টি জেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

কল সেন্টার স্থাপন

পরিবার পরিকল্পনা, জরুরী প্রসূতি সেবা, নবজাতক ও শিশু সেবা, কৈশোর ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার তথ্য ও পরামর্শ ২৪ ঘন্টা ৭ দিন ব্যাপী প্রদানের জন্য ২০১৮ সালের ১৭ জুলাই তারিখে কল সেন্টার 'সুখি পরিবার' (১৬৭৬৭) স্থাপন করা হয়েছে। ০১ জুন, ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ১,০৬,৫৭৬টি কল গ্রহণ করে তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

মোবাইল বেসড মনিটরিং সিস্টেম

মাঠ পর্যায়ে অনলাইন ডিজিটাল মনিটরিং সুপারভিশন কার্যক্রম হিসেবে কর্মকর্তাগণের অবস্থান চিহ্নিতকরণের জন্য বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১২৬৮জন কর্মকর্তাকে মোবাইল সেট ও সিম প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

ডিজিটাল হাজিরা

সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে সঠিক সময়ে উপস্থিতি ও অবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Face Detection Device স্থাপন করা হয়েছে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগ:

নাগরিক সেবা দ্রুত ও সহজলভ্য করা এবং জনগণের দৌড়গোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়নসহ বিভিন্ন পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের সম্প্রসারণ (Scale-up), আঞ্চলিক পর্যায়ে রেপ্লিকেশন এবং পাইলটিং চলমান রয়েছে:

১. Audit Tracking System (ATS):

অডিট আপত্তি ও নিস্পত্তির প্রক্রিয়াকে সহজীকরণের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে Audit Tracking System (ATS) সফটওয়ার ডেভেলপ করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে Audit Tracking System (ATS) সফটওয়ারটি বাস্তবায়নের জন্য সাতক্ষীরা জেলাকে পাইলটিং জেলা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে সাতক্ষীরা জেলার আওতাধীন সকল তথ্যাদি ATS সফটওয়ারে এন্ট্রি করার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

২. দুর্গাপুর ইউনিয়নে শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা নিশ্চিতকরণ:

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নে বিদ্যমান অবকাঠামো, জনবল ও লজিস্টিকস ব্যবহার করে সর্বোচ্চ মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রতি মাসে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব এবং বাড়িতে প্রসবের নাম ও ঠিকানাভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। বাড়িতে প্রসবের কারণ উৎঘাটন করা হয় এবং ভবিষ্যতে যেন বাড়িতে প্রসব না হয় সে বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়। ফলস্বরূপ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাড়িতে প্রসব সেবা অনেক কমে এসেছে।

৩. পোশাক কারখানায় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক স্যাটেলাইট কর্ণার স্থাপন ও সেবা প্রদান:

নারায়নগঞ্জ জেলায় এ উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যেহেতু গার্মেন্টস কর্মীরা দিনের সম্পুর্ণ সময় তাদের কর্মস্থলে থাকেন তাই পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠকর্মীগণ তাদের সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়না। এ বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে সেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ সদর উপজেলায় ১৩টি গার্মেন্টসে স্যাটেলাইট কর্ণার স্থাপন করে, যার মাধ্যমে কর্মরত পোশাক শ্রমিকদের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, গর্ভকালীন সেবা, প্রসব সেবা ও প্রসব পরবর্তী সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

৪. বিনামূল্যে জরায়ু-মুখ (VIA test) ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং (CBE) সেবা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির অগ্রগতি বৃদ্ধি:

কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলায় এই উদ্যোগটি পাইলটিং করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে বিনামূল্যে জরায়ু মুখ ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে যা জরায়ু মুখ ও স্তন ক্যান্সার মৃত্যুরোধে ভূমিকা রাখছে এবং এর ফলে দীর্ঘমেয়াদী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটিভিত্তিক প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক ক্যাম্পেইন:

কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ও সেবা প্রদানের জন্য পঞ্চগড় সদর উপজেলার ২০টি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ২০৯৫জন শিক্ষার্থীকে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নির্বাচিত বিদ্যালয়সমূহে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় টিম সদস্যবৃন্দকে সাথে নিয়ে কিশোর-কিশোরীর প্রজনন স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, বিজ্ঞানসম্মত মাসিক ব্যবস্থাপনা, টিটি টিকা, বাল্যবিবাহের ঝুঁকি, প্রজনন অঙ্গাসমূহের যত্ন ইত্যাদি বিষয়ে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হচ্ছে এবং একটি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

৬.মায়ের ক্লাব (Mothers Club) এর সম্পৃক্ততায় প্রসবপূর্ব সেবা-৪ ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা বৃদ্ধিকরণ:

ফেনী জেলার সদর উপজেলায় এই কার্যক্রম চলমান। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে ওয়ার্ড সভা, উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বাড়ি বাড়ি লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ সেবাবান্ধব করতে সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

আয়োজিত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার:

পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন অস্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী পদ্ধতির সেবা প্রদান, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা, তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ, ইএমআইএস ইত্যাদি বিষয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৯টি ইউনিট ও ৭টি অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে ৮১০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে এবং মোট ৫০,৮৮৮জনকে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের কার্যক্রম ও সেবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৮০৯টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমে ৫০,২২২ জন অংশগ্রহণ করেছেন।

জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে প্রদত্ত সেবা:

কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় অস্থায়ী ক্যাম্পে অবস্থানরত জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের সেবা প্রদানের জন্য মোট ৭টি মেডিকেল টিম ও ১৫টি এনজিও কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ দুইটি উপজেলার পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের ক্লিনিক ও ৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৫.০৮.২০১৭ হতে ৩০জুন, ২০২২ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে-

পদ্ধতির নাম	গ্রহণ
খাবার বড়ি	৪৯৬৬৮৬সাইকেল
কনডম	৬৯৫১৯পিছ
ইনজেকটেবল	২৮১৬৭২জন

আইইউডি	৭৬৩৭জন
ইমপ্ল্যান্ট	১২০০১ জন
গর্ভকালীন সেবা	৬৯০৬৪৪জন
প্রসবসেবা	৩০৭০৭জন
প্রসব পরবর্তী সেবা	১৩৬৮০১জন
সাধারণ রোগী সেবা	৪৭৪১৭৮৪জন
শিশু সেবা	১৭৭৬১৫৫জন

নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার ভাসানচরে স্থানান্তরিত FDMNs-কে প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত):

পদ্ধতির নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
খাবার বড়ি	১১৭৩ জন
কনডম	৭৬ জন
ইনজেকটেবল	১৩৩৪ জন
আইইউডি	৭৪ জন
ইমপ্ল্যান্ট	১৪৪ জন
গর্ভকালীন সেবা	৩৫৬১ জন
প্রসবপরবর্তী সেবা	৩৮৪ জন
শিশু সেবা	১০৭৬ জন
সাধারণ রোগী	৪৫৬৯ জন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনার আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক) শূন্যপদ পূরণ-

- পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ক্যাডার)'র ২৪৭টি শূন্য পদ (৪১তম বিসিএস এর মাধ্যমে ১৭৩টি, ৪৩ম বিসিএস এর মাধ্যমে ৫টি, ৪৪তম বিসিএস এর মাধ্যমে ২৭টি এবং ৪৫তম বিসিএস এর মাধ্যমে ১২টি) পূরণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনা ক্যাডার [কারিগরী (মেডিকেল)] এর ৩২৫টি শূন্যপদ ৪৫তম বিসিএস এর মাধ্যমে পূরণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
- সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার ১০৮টি শূন্য পদ পূরণের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়।

- সিনিয়র স্টাফ নার্স এর ৮৮টি শূন্য পদ পূরণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১১-১৬ গ্রেডের সদর দপ্তর পর্যায়ের ৭০৭টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ৩১৫টি পদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা পর্যাইয়ে ০৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতিত ৬১টি জেলায় পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শকের ৩৪৮টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে এবং নিয়োগ কার্যক্রমের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার ১০৮০ট শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে এবং ৩,৩১,৭৭৮টি আবেদনপত্র পাওয়া গেছে।
- ১৭-২০ গ্রেডের ৫৭৯০টি শূন্যপদের মধ্যে সদর দপ্তর পর্যায়ের ৮৫৫টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ের ৪৯৩৫টি শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে ০৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত ৬১টি জেলায় পরিবার কল্যাণ সহকারীর ৪৪১৬টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে এবং নিয়োগ কার্যক্রমের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

খ) সেবা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উন্নয়ন তহবিল গঠন-

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকাস্থ ০৩টি বিশেষায়িত হাসপাতাল (এমসিএইচটিআই, আজিমপুর; এমএফএসটিসি মোহাম্মদপুর এবং এমসিএইচটিআই, লালকুঠি, মিরপুর) হতে ২০২১-২২ অর্থবছরে ২ কোটি ৫১ লক্ষ ৯৮হাজার ২৯২ টাকা আয় হয়েছে।

গ) স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা উপখাত দুটির কার্যক্রম আরও সমন্বিত ও সম্পূরক করা-

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সমন্বিতভাবে মাঠ পর্যায়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে:

- কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রদত্ত সেবা:
- কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ থেকে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের পাশাপাশি পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ সপ্তাহে ২ (দুই) দিন পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, প্রজননন স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করছেন।
- ইপিআই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ:
- সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য সহকারীদের সাথে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ যৌথভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের স্যাটেলাইট ক্লিনিকসমূহ ইপিআই কেন্দ্রসমূহ হতে একই স্থানে যৌথভাবে আয়োজন এবং স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যাণ সহকারী, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা যৌথভাবে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা এবং টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন;
- কোভিড-১৯ টিকা কার্যক্রমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মীদের সাথে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মীগণ যৌথভাবে অংশগ্রহণ করছেন।
- পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সকল দিবস এবং সপ্তাহসমূহ যৌথভাবে পালন করা হচ্ছে;
- নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণকল্পে মাঠ পর্যায়ে নরমাল ডেলিভারী সেবা নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মহিলা স্বাস্থ্য সহকারীদের পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিবার কল্যাণ সহকারীদের ৬ (মাস) মেয়াদী কমিউনিটি স্কিলড বার্থ এ্যাটেনডেন্ট (সিএসবিএ)' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে;
- জেলা পর্যায়ে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকল্পে প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ঘাটতি মোকাবেলায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর সমন্বিতভাবে সেবা বিনিময়ের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে;
- মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের চিকিৎসক, প্যারামেডিক্সসহ সকল পর্যায়ের কর্মীগণ সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

ঘ) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংগীকার হিসেবে চিকিৎসা তথ্য প্রযুক্তি ও চিকিৎসা সেবা আধুনিকীকরণ (e-Health)-

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ e-Tool kits ব্যবহার করে মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিষয়ক সেবা ও তথ্য প্রদান এবং উদ্বুদ্ধকরণ করছেন। জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রির চাহিদা নিরুপণ এবং সরবরাহ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য Web Based Software ব্যবহার করা হচ্ছে। তথ্য ও সেবা প্রদানের জন্য 'সুখী পরিবার' নামক ২৪ ঘন্টা/৭ দিন কল সেন্টার (নম্বর: ১৬৭৬৭) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। EMIS এর মাধ্যমে সেবা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
- জাতীয় পর্যায়ে ০৩টি প্রতিষ্ঠানে (এমসিএইচটিআই, আজিমপুর, ঢাকা ও এমএফএসটিসি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা এবং এমসিএইচটিআই, লালকুঠি, মিরপুর) নবজাতকের নিবিড় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্ক্যানু (SCANU) স্থাপন করা হয়েছে।

ঙ) সকল স্তরের হাসপাতালে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি চালু করা-

- অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন ০৩টি বিশেষায়িত হাসপাতালে (মাতৃসদন ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান', আজিমপুর, মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, লালকুঠি, মিরপুর) বায়োমেট্রিক হাজিরা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

চ) হাসপাতালসমূহে সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ উপযোগী মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু করা-

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন 'মাতৃসদন ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান', আজিমপুর-এ ২০১৫ সাল হতে, মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার এ ২০১৬ সাল হতে এবং নবপ্রতিষ্ঠিত মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, লালকুঠি, মিরপুর -এ জুলাই ২০১৯ হতে 'প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হয়।

ছ) আধুনিক ঔষধ সংরক্ষাণাগার তৈরী-

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক ক্রয়/সংগ্রহকৃত জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রি, ঔষধ ও MSR (Medical Surgical Requisite) আধুনিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত তাপমাত্রায় সংরক্ষণের জন্য ঢাকাস্থ মহাখালীতে ২৭০০০ বর্গফুট আয়তনের একটি কেন্দ্রীয় পণ্যাগার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জ) সকল প্রকার ক্রয়কার্যে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে (ই-জিপি) ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা-

- উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিট এর মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে ইজিপি ক্রয় পদ্ধতিতে সীমিতভাবে ক্রয় কার্যক্রম শুরু করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট NCT প্যাকেজের ৯০.৫৬% ইজিপির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।

ঝ) নতুন করে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সময় থেকেই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ:

- নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

জনমিতিক সূচকে অর্জিত সাফল্য (২০২০-২০২১):

- বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে ১.৩৭% হয়েছে (BSVS-২০২০), ২০০৪ সালে ছিল ১.৪৩ % (BDHS-২০০৪);
- বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার (CPR) ৬৩.৯%, যা ২০০৮ সালে ছিলো ৫২.৬% (BSVS-২০২০);
- দেশে মহিলা প্রতি গড় সন্তান সংখ্যা বা Total Fertility Rate (TFR) হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২.০৪ হয়েছে, যা ২০০৮ সালে ছিল ২.৩ (BSVS-২০২০);
- প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যু হার বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ১৬৩ হয়েছে, যা ২০০৮ সালে ছিল ৩৪৮ (BSVS-২০২০);

- নবজাতকের মৃত্যুহার বর্তমানে হ্রাস পেয়ে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১৫ হয়েছে, যা ২০০৮ সালে ছিল প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ৩১ (BSVS-২০২০);
- ০-১ বছর বয়সী শিশুমৃত্যুর হার বর্তমানে হ্রাস পেয়ে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২১ হয়েছে, যা ২০০৮ সালে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ৪১ জন ছিল (BSVS-২০২০);
- পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার ২০০৭ সালের ১৬.৮% (BDHS-২০০৭) থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৪ সালে ১২% হয়েছে, তারপর থেকে এই হার স্থিতিশীল রয়েছে (BDHS-২০১৭-১৮)।

ভবিষ্যত লক্ষ্যসমূহ:

- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহারের হার (CPR) বর্তমানে ৬৩.৯% (BSVS-২০২০) যা ২০২৫ সাল নাগাদ এই হার ৭৫% এ উন্নীত করা;
- নিম্ন অগ্রগতি সম্পন্ন চট্টগ্রাম বিভাগে সিপিআর ৫৩.৯% এবং সিলেটে ৫২.৭% (BSVS-২০২০) যা ২০২৫ সালের মধ্যে এই হার ৬০% এ উন্নীত করা;
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর ১২ মাস পূর্ণ হওয়ার আগে পদ্ধতি ছেড়ে দেয়ার (discontinue) হার ৩৭%। এই হার ২০% এ নামিয়ে আনা;
- সক্ষম দম্পতিসমূহের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির অপূর্ণ চাহিদা (Unmet Need) বর্তমানে ১২%। এই হার মধ্যে ১০%এ নামিয়ে আনা;
- সিটি কর্পোরেশনসমূহে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য এলাকার কার্যক্রমের সাথে সমরূপতা আনয়ন করা;
- ছিটমহলসমূহে বর্তমানে পরিচালিত পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম ইউনিটভিত্তিক বিভাজন পূর্বক সম্প্রসারণ;
- বর্তমান সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সকল ধরণের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও কার্যক্রম সম্পাদন নিশ্চিতকরণ;
- মাতৃমৃত্যুর বর্তমান হার ১.৬৩ (BSVS-২০২০) ২০২৫ সালের মধ্যে ১০০ এর নীচে নামিয়ে আনা;
- পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুহার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২০২৫ সালের মধ্যে ২৭ জনে নামিয়ে আনা;
- নবজাতকের মৃত্যুহার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২০২৫ সালের মধ্যে ১৪ জনে নামিয়ে আনা;
- ২৪/৭ নিরাপদ প্রসব সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দক্ষ সেবাদানকারীর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবার হার বৃদ্ধি করা;
- ২০২৫ সালের মাঝে সমগ্র বাংলাদেশে e-MIS কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিম্নপর্যায়ে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে এনজিও সমূহের নিবন্ধন কার্যক্রম ডিজিটালকরণ।

তথ্যসূত্র:

- Bangladesh Sample Vital Statistics (BSVS) ২০২০
- Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) ২০১৭-১৮
- Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) ২০০৭

- Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) ২০০৪
- Service Statistics of DGFP from https://dgfpmis.org/ss/ss_menu১.php